সংবাদ

তারিখ 3 1 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

প্রাথমিক সমাপনী

পাস ৯৫ দশমিক ১৮% কমেছে প্রায় ৪ শতাংশ কমেছে জিপিএ-৫

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার পাসের হার কমেছে প্রায় চার শতাংশ। কমেছে সর্বোচ্চ স্কোর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। এরপরও সাফল্য অর্জন করেছে দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেয়া ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে এবার পাস করেছে ৯৫ দশমিক ১৮ শতাংশ, গত বছর ছিল ৯৮ দশমিক ৫১। এই পরীক্ষায় জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) পেয়েছে দুই লাখ ৬২ হাজার ৬০৯ জন, গত বছর তা পেয়েছিল দুই লাখ ৮১ হাজার ৮৯৮ জন।

প্রাথমিক সমাপনীর সাত বিভাগের মধ্যে ৯৬ দশমিক ২২ শতাংশ নিয়ে শীর্ষে বরিশাল এবং ৬৪ জেলার মধ্যে ৯৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ নিয়ে শীর্ষে রয়েছে গোপালগঞ্জ। আর ৫০৮ উপজেলা/থানার মধ্যে ৩টিতে শতভাগ শিশু পাস করেছে।

পঞ্চম শ্রেণী সমমানের মাদ্রাসার ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীতে পাস করেছে ৯২ দশমিক ৯৪ ভাগ। গত বছর এই হার ছিল ৯৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ। ইবতেদায়ীতে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ২৩ জন, যা গত বছর ছিল পাঁচ হাজার ৯৪৮ জন। ইবতেদায়ীতে সর্বোচ্চ পাসের হারে সাত বিভাগের মধ্যে শীর্ষে আছে রাজশাহী বিভাগ। এ বিভাগের পাসের হার ৯৬ দশমিক ২৮ ভাগ। পঞ্চগড় জেলার পাসের হার সর্বোচ্চ, যা ৯৯ দশমিক ০২ শতাংশ। ইবতেদায়ীতে ৬১টি উপজেলায় শতভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। গতকাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

প্রাথমিক : সমাপনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধিদফতরের অধীনে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান দুপুর ১টায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সারাদেশের ফল প্রকাশ করেন। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আসিফ উজ্জামান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামালসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যে কোন মোবাইল ফোন থেকে ইচউ লিখে স্পেস দিয়ে থানা/উপজেলার কোড নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১৭ লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে ফিরতি এসএমএসে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল জানা যাবে। ইবতেদায়ীর ফল পেতে উইএ লিখে স্পেস দিয়ে থানা/উপজেলার কোড নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১৭ লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে।

এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে সরকারি অথবা রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উগওঝ কোড নম্বরের প্রথম পাঁচ সংখ্যা উপজেলা/থানা কোড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে; যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস ও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জানা যাবে।

এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ওয়েবসাইট (www.dpe.gov.bd) এবং টেলিটকের ওয়েবসাইট (http://dpe.teletalk.com.bd) থেকে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনীর ফল জানা যাচ্ছে।

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার অংশ নিয়েছিল মোট ২৯ লাখ ৫০ হাজার ৬১৫ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে ২৮ লাখ দুই হাজার ৭১৫ জন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে টানা পঞ্চম বারের মতো সবচেয়ে ভালো ফল করেছে বরিশাল বিভাগের শিক্ষার্থীরা। গত বছরের মতো এবারও সবচেয়ে কম পাস করেছে সিলেট বিভাগে ৯১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম ঝালকাঠিতে ৮৭ দশমিক ৮৮ শতাংশ, উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে কম পাস করেছে যশোরের কেশবপুরে। কেশবপুরে পাসের হার ৭১ দশমিক ২০ শতাংশ।

স্কুলের ধরন অনুসারে ফল : বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ পাসের হার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯৯ দশমিক ৮৬ শতাংশ। অন্যান্য বিদ্যালয়ে পাসের হার যথাক্রমে পিটিআইসংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে ৯৯ দশমিক ২৪, ব্র্যাক পরিচালিত বিদ্যালয়ে ৯৮ দশমিক ৩২, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৮ দশমিক ১০ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনে ৯৮ দশমিক ০৬ শতাংশ, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ শিশু পাস করেছে। এছাড়া ১৫০০ বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত (নতুন) বিদ্যালয়ে ৯৪ দশমিক ৫১, নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯২ দশমিক ৪১, ননরেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ দশমিক ৮৪ শতাংশ, অস্থায়ী/অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ দশমিক ৫০ শতাংশ শিশু শিক্ষার্থী পাস করেছে। আর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে ৮৬ দশমিক ৫২, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৬ দশমিক ৪৫ এবং এবং আনন্দ স্কুলে ৭৭ দশমিক ৮০ শতাংশ শিশু উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক ফল : প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, বাংলায় পাস করেছে ৯৮ দশমিক ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী, ইংরেজিতে ৯৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, গণিতে ৯৮ দশমিক ২১ শতাংশ, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে ৯৯ দশমিক ২৩ শতাংশ, প্রাথমিক বিজ্ঞানে ৯৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে পাস করেছে ৯৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

গ্রেড ভিত্তিক ফল : প্রাথমিক ও ইবতেদায়ীতে মোট পরীক্ষার্থীর ১০ দশমিক ২৩ শতাংশ জিপিএ-৫ পেয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই লাখ ৬২ হাজার ৬০৯ জন, জিপিএ ৪ থেকে ৫-এর নিচে ছয় লাখ ৯৭ হাজার ১৯৬ জন, জিপিএ ৩ দশমিক ৫ থেকে ৪-এর নিচে প্রাপ্ত চার লাখ পাঁচ হাজার ৩৩৯ জন, জিপিএ ৩ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর নিচে চার লাখ ৯ হাজার ৭৫০ জন, জিপিএ ২ থেকে ৩ এর নিচে ছয় লাখ পাঁচ হাজার ৯১৮ জন এবং জিপিএ ১ থেকে ২-এর নিচে এক লাখ ৮৫ হাজার ৪৫৯ জন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ফল : সারাদেশে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন চার হাজার ২৬৬ জন ছাত্রছাত্রী এবার পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করেছি। তার মধ্যে তিন হাজার ৯৮৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। যাদের আবার ছাত্র দুই হাজার ১৫৭ জন এবং ছাত্রী এক হাজার ৮২৭ জন। মোট পাস করেছে তিন হাজার ৫৫৩ জন; পাসের হার ৮৯ দশমিক ১৮ শতাংশ।

ইবতেদায়ী সমাপনীর ফলের নানা দিক : ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মোট দুই লাখ ৫৪ হাজার ৩৯৯ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে পাস করেছে দুই লাখ ৩৬ হাজার ৪৪৪ জন। পাসের হার ৯২ দশমিক ৯৪ শতাংশ। উত্তীর্ণদের মধ্যে এক লাখ ১৯ হাজার ৯৪৪ জন ছাত্র এবং এক লাখ ১৬ হাজার ৫০০ জন ছাত্রী। জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ২৩ জন। এর মধ্যে ছাত্র দুই হাজার ৬০৭ জন এবং ছাত্রী দুই হাজার ৪১৬ জন।

ফল নিয়ে মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের অভিমত : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল এবার খারাপ ফল ও আগের বছরের চেয়ে এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমার কারণ কি? এমন প্রশ্নে মন্ত্রী সুনির্দিষ্ট কোন কারণ বলতে পারেননি। তবে তিনি বলেন, 'এজন্য গবেষণা দরকার। গবেষণা করে দেখতে হবে।'

গত বছরও তথ্যের জন্য গবেষণার কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু ওই গবেষণার তথ্য প্রকাশ করা হয়নি? কর্মকর্তাদের কাছে এমন প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, 'দেখেন, হঠাৎ ফসলে পোকামাকরের আক্রমণ হলে কেউ যদি এক বাক্যে জানতে চায় কেন, তাহলে আমার পক্ষে বলা কঠিন।' এরপর মন্ত্রীর কাছে সাংবাদিকরা নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে ফল ফাঁস হয়ে যাওয়ার তথ্য তুলে ধরেন। এক সাংবাদিক প্রমাণ তুলে ধরে বলেন, 'আমার কাছে ফাঁস হওয়া ফলাফলের স্ক্রিন শর্টও আছে। এ প্রশ্ন কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, 'দেখেন প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস, নকল হয় এমন তথ্যও তো প্রচার হয়। আর স্ক্রিনশর্টতো আপনি বানাতেও পারেন।'